যুগান্তর

JAN 3 1 2002
তারিখ ...
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের হাল

খোদ রাজধানী শহরের সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির নিদারুণ দুরবস্থা। সম্প্রতি ডেমক্রেসিওয়াচ ট্রেনিং প্রোগ্রাম আয়োজিত 'সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষার মান' শীর্ষক একটি গবেষণা প্রতিবেদনে চমকাইয়া যাইবার মতো কিছু তথ্য জানা গিয়াছে। সহযোগী এক দৈনিকে এ সংক্রান্ত এক প্রতিবেদনে জানা যায়, ঢাকা শহরের বিভিন্ন সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হয় না। টয়লেটের দুরবস্থা বর্ণনাতীত। বিশুদ্ধ খাবার পানির অভাব। খেলার মাঠ নাই। অপরিসর শ্রেণীকক্ষে শিক্ষার্থীদের গাদাগাদি, ঠাসাঠাসি করিয়া বসিতে হয়। স্কুলে পড়াশোনার মান সন্তোষজনক না হওয়ার কারণে অভিভাবকরা বাধ্য হইয়া প্রাইভেট টিউটরের শরণাপন্ন হন এবং খুবই আতঙ্কজনক একটি তথ্য হইতেছে, বস্তি এলাকার কোন কোন স্কুলের কারও কারও স্কুলব্যাগের ভিতর ফেনসিডিল পাওয়া গিয়াছে। ডেমক্রেসিওয়াচ পরিচালিত এই গবেষণা কার্যক্রমে মহানগরীর সাতটি স্কুল অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনটি দলে মোট ১০ জন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এই গবেষণা কার্যক্রমে অংশ নিয়াছে। খোদ রাজধানীর সরকারি প্রাইমারি স্কুলের যদি এহেন বেহাল দশা হয় তাহা হইলে দেশের অন্যান্য অঞ্চল বিশেষ করিয়া গ্রামাঞ্চলের স্কুলগুলির অবস্থা সহজেই অনুমেয়। কিছুদিন পূর্বে একটি জাতীয় দৈনিকের রিপোর্টে প্রকাশিত হইয়াছিল উত্তরাঞ্চলের কিছু এলাকার সরকারি প্রাইমারি স্কুলের দুরবস্থার ভয়াবহ চিত্র। এই সকল স্কুলের শিক্ষার্থীরা জানে না জাতীয় সঙ্গীত কি ও কোনটি। দেশের প্রধানমন্ত্রীর নামও তাহারা বলিতে পারে না। বহু স্কুল চলিতেছে প্রক্সি শিক্ষক দ্বারা। এই সকল শিক্ষকের অনেকে আবার দশম শ্রেণী পর্যন্তও পড়েন নাই। ইহা ব্যতীত স্কুলঘরের জীর্ণদশা, নড়বড়ে বেঞ্চ (বহু স্কুলে বেঞ্চও নাই), অত্যন্ত অপরিচ্ছন্ন টয়লেট (গ্রামাঞ্চলের স্কুলে নাই), পাঠ্যপুস্তকের তীব্র সংকট রহিয়াছে। অর্থাৎ আগামী প্রজন্মকে ভবিষ্যতের নাগরিক হিসাবে গড়িয়া তুলিবার ভিত্তিভূমি প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থার যদি এহেন করুণ দশা হয় তাহা হইলে আমাদের গোটা জাতির জন্য কোন সুসংবাদ আশা করা যায় না। একটি জাতির সমৃদ্ধি ও উন্নয়নের প্রথম ও প্রধান কথা হইতেছে দেশে সকলের জন্য উপযুক্ত শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলন করা। আজ যে নকল-নির্ভর শিক্ষার নাগপাশে জাতির ভবিষ্যৎ বিষময় হইয়া উঠিয়াছে উহার প্রেক্ষাপটে আমাদের অপর্যাপ্ত, দুর্নীতিগ্রস্ত, চরম অবহেলিত, সনাতন পদ্ধতির, ঘুণেধরা প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা বহুলাংশে দায়ী। পৃথিবীর উন্নত, এমনকি বহু উন্নয়নশীল দেশে প্রাথমিক শিক্ষাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসাবে বিবেচনায় আনিয়া যথোপযুক্ত পদক্ষেপ লওয়া হয়। সেই সকল দেশের সর্বস্তরের শিশুরা সমান মনোযোগের সঙ্গে প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে। অর্থাৎ গোড়াতেই তাহাদের ভিত্তি অত্যন্ত দৃঢ় হইয়া গড়িয়া উঠে। এই দৃঢ় ও শক্ত ভিত্তির উপর দাঁড়াইয়া তাহারা পরবর্তী উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাফল্যের সঙ্গে আগাইয়া যায়। এমনকি কেউ যদি সেখানে উচ্চশিক্ষা লাভ নাও করে তবু উপযুক্ত ও সঠিক প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করিবার কারণে সে জীবনের সর্বক্ষেত্রেই স্বাচ্ছন্দ্যের সহিত বিচরণ করিতে পারে। প্রসঙ্গত, ছাত্রছাত্রীদের প্রাথমিক স্তর হইতে উপযুক্ত শিক্ষায় শিক্ষিত করিতে চাহিলে সর্বাগ্রে প্রয়োজন নিবেদিতপ্রাণ ও উপযুক্ত শিক্ষক। নকল-নির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার ঘুণ অসংখ্য ছাত্রছাত্রীকে পড়াশোনাবিমুখ করিয়া তুলিয়াছে। তাহারা নকল করিয়া সার্টিফিকেট জোগাড় করিয়া বিভিন্ন কর্মক্ষেত্রে বিভিন্ন পদ অলঙ্কৃত করিয়া আছে। ইহাদের অনেকেই প্রাথমিক শিক্ষক হিসাবেও নিয়োজিত রহিয়াছে। ইহা ছাড়াও শিক্ষক নিয়োগের ক্ষেত্রে ঘুষ, নিয়োগ পরীক্ষায় নকলসহ স্বজনপ্রীতি ও নানাবিধ দুর্নীতির জাল বিস্তৃত হইয়া আছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির আধুনিক অবকাঠামোর সঙ্গে সঙ্গে উপযুক্ত মেধাবী, সৎ ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষকের প্রয়োজনীয়তা সবচাইতে বেশি। সরকারের প্রাথমিক শিক্ষা এবং গণশিক্ষা বিভাগকে জরুরি ভিত্তিতে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ লইতে হইবে।